দৈনিক
পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ
The Daily Panjeree

কোম্পানি লিঃ
cl.gov.bd

বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন
www.bpowergen.org.bd

কাউনিয়া উপজেলার ডুসমারা চরে ডাগওয়েলে স্থাপিত সোলার এলএলপি'র মাধ্যমে আলু ক্ষেতে সেচ প্রদান —পাঞ্জেরী

বিএডিসি'র ভ্রাম্যমাণ সোলার সেচ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অথবা কলসি দিয়ে পানি নিয়ে অথবা ডিজেল চালিত শ্যালো টিউবওয়েল দিয়ে পানি তুলে তা গর্তে মজুদ রেখে সেখান থেকে ভারে করে চরের জমিতে সেচ দিতে হতো। এতে কৃষক/কৃষাণি দের কায়িক শ্রম ও ভোগান্তির পাশাপাশি অনেক টাকাও ব্যয় হতো, কেননা বালু মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম হওয়ায় বারবার সেচ দিতে হয়। তিস্তা চরের কৃষকদের এই কষ্টের ইতি টানতে বিএডিসি সম্প্রতি রংপুর অঞ্চলে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার করে ভূউপরিস্থ পানি দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া চর সংলগ্ন তিস্তা নদীতে নৌকায় স্থাপিত ভ্রাম্যমাণ সোলার লো-লিফট পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলন করে চরাঞ্চলে পোর্টেবল ফিতা পাইপ ও এইচডিপি পাইপের মাধ্যমে আধুনিক, মানসম্মত ও সহজ উপায়ে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বিএডিসি সূত্র জানায়, রংপুর অঞ্চলে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প কর্তৃক নৌকায় স্থাপিত ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত লো-লিফট পাম্প দ্বারা ভ্রাম্যমাণ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে রংপুরের তালুক শাহবাজ চরের প্রায় ৫০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। নৌকায় স্থাপিত এ সৌরশক্তি চালিত পাম্পের সাহায্যে সরাসরি নদীর ভূউপরিস্থ পানি উত্তোলন করে পুরো এলাকা ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় পানি কৃষকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে বিএডিসি; যা ইতোমধ্যে ঐ এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এতে পূর্বে যেখানে একর প্রতি ফসল উৎপাদনে ন্যূনতম ৮ হাজার টাকা খরচ হতো, সেখানে বর্তমানে খরচ হচ্ছে মাত্র ১ হাজার টাকা।

এছাড়া অন্য আরেকটি চর ডুসমারায় সোলার চালিত ডাগওয়েলের মাধ্যমে ১০ হেক্টর জমিতে স্বল্প খরচ ও শ্রমে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। ডাগওয়েলের মাধ্যমে সেচ প্রদানসহ ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত নারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণের ফলে চরাঞ্চলের নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। চর দু'টিতে উৎপাদিত আলু, মিষ্টিকুমড়া, পিঁয়াজ, মরিচ, শসা, বাদাম, মুলা, রসুন, ভুট্টা, স্কোয়াশ ইত্যাদি ফসল স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হচ্ছে। বিএডিসি'র এই উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে চর অঞ্চলের আশীর্বাদ হিসেবে দেখছে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকরা। তাই অন্যান্য চর এলাকায় এরূপ সোলারচালিত সেচ পাম্প স্থাপনের জোর দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা। কৃষি সংশ্লিষ্টরা বলেন, সেচ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ফলে শুধু বালু চরের পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এতে করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা 'এক ইঞ্চি জমিও যেন পতিত না থাকে' তা বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন